দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১০

খন্দকার জাহিদ হাসান

[**কিছু কথাঃ** 'দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন'-কে শুধুমাত্র রম্য-রসাত্মক রচনা বলে আখ্যায়িত করাটা ভুল হবে, যা কেউ কেউ করেছেন। রম্যতা নয়, আসলে বৈচিত্রময়তাই পারম্পর্যবিহীন এই ধারাবাহিক রচনাটির মূল উপজীব্য। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, রম্যতা কখনো কখনো বৈচিত্রময়তার একটি অংশ হিসাবেও বিরাজ করে। বিদ্রুপের উপস্থিতিও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

আবার কেবলমাত্র অতীত বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই এই ধারাবাহিকটির নির্মিতি- এটিও একটি অমূলক ধারণা। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা ও কল্পনার বিভিন্ন হারের সংমিশ্রণেই 'দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন' রচিত হোয়ে চলেছে। —লেখক।]

(ধ) 'নেভার থট্ ইন দ্যাট্ ওয়ে!'

স্থানঃ সিডনী
দিনঃ রোববার
তারিখঃ ০৪/০২/২০০৭
সময়ঃ সকাল আটটা
পাত্রঃ নিক্
পাত্রীঃ মার্গারেট

*[**প্রেক্ষাপটঃ** সুন্দরী মার্গারেট রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারযোগ্য অনুষ্ঠানের জন্য দূরালাপনীর মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ করছিলেন। শুধু দু'টো ব্যাপার ছাড়া রেডিওর এ কাজটি তাঁর ভালোই লাগে। প্রথমতঃ মাঝে মাঝে টেলিফোনে তাঁকে বেশ খিট্‌কেলে মানুষের পাল্লায় পড়তে হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে সুন্দরী, তা শ্রোতাদের জানার কোনো সুযোগ নেই। টি,ভি,-র কাজে অবশ্য সে সুযোগটি রয়েছে, তবে সেখানে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো লাভ হয়নি। কি আর করা! রেডিওর কাজটি অগতির গতি।*

নীচের কথোপকথনে কিছু কিছু শব্দ ইচ্ছাকৃতভাবে ইংরেজীতেই বহাল রাখা হোয়েছে। কারণ বাংলা অনুবাদে এর আসল মজাটি পন্ড হতো।]

নিক্ঃ সুপ্রভাত, আমার নাম নিক্। আমি কি তোমাদের রেডিওর টেলিফোন-আলাপচারিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারি?

মার্গারেটঃ সুপ্রভাত নিক্। আমি মার্গারেট বলছি। হ্যাঁ, অবশ্যই অংশ নিতে পারো। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কতো ইয়ারস্ ওল্ড্।

নিক্ঃ কেন বলো তো?

মার্গারেটঃ কারণ আমাদের শর্তানুযায়ী আজকের এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র টীন এজারদের অংশগ্রহণের সুযোগ

রয়েছে। তোমার তো এটা জানার কথা নিক্। ....এখন আমাকে বলো তুমি কতো ইয়ারস্ ওল্ড্।

নিক্ঃ মার্গি, আমি ওল্ড্ নই, ইয়াংও নই, একেবারে নিউ।

[মার্গারেট বুঝতে পারলেন যে, তিনি এক ইঁচ্ড়ে পাকা বালকের খপ্পরে পড়েছেন। তাই এবার তিনি একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন।]

মার্গারেটঃ সে যা হোক, তোমার বয়সটা কতো?

নিক্ঃ তার আগে বলো তোমার বয়স কতো!

মার্গারেটঃ দ্যাখো নিক্, আমাদের হাতে কিন্তু অতো সময় নেই! আমার বয়স ত্রিশ। এবার ঝট্পট্ তোমারটা বলে ফেল দেখি!

নিক্ঃ ও...., তার মানে তুমিও ওল্ড্ নও। বাহ্-বাহ্!

[বিচ্ছুটার কথার ধরণে মার্গারেট এবার যথার্থই বিরক্ত হলেন।]

মার্গারেটঃ নিক্, তুমি যদি অযথা এভাবে সময় নষ্ট করতে থাকো, তা হলে আমি কিন্তু লাইন কেটে দিতে বাধ্য হবো!

নিক্ঃ আর তুমি যদি লাইন কেটে দাও, তবে আমিও কিন্তু রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে বাধ্য হবো!!

মার্গারেটঃ তাতে আমার কোনোই ক্ষতি হবে না। যাই হোক, তোমাকে শেষবার সুযোগ দিচ্ছি। তোমার বয়স কতো বলো।

নিক্ঃ এই তো লক্ষ্মী মেয়ে!....হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তুমিও মোটামুটি আমাদের দলে। ব্যাপার হচ্ছেঃ আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করেছি যে, যাদের বয়স চল্লিশের ওপরে, তাঁরা হলেন 'ওল্ড্'। তার নীচে হলে- 'ইয়াং'। আর তেরোর নীচে হলে- 'নিউ'। তার মানে, আমার মা-বাবা উভয়েই হচ্ছেন 'ফর্টি থ্রী ইয়ারস্ ওল্ড্', তুমি 'থার্টি ইয়ারস্ ইয়াং', আমার বড়ো বোন লিজা 'ফিফ্টীন ইয়ারস্ ইয়াং', আমি 'টেন ইয়ারস্ নিউ', আর আমার ছোটো ভাই হেনরী.....

মার্গারেটঃ আর দরকার নেই নিক্। আমি দুঃখিত যে, শর্তানুযায়ী তুমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উপযুক্ত নও। তা হলে বিদায়!?

নিক্ঃ এক মিনিট মার্গি। আমার কিছু কথা ছিলো, যা সাধারণ শ্রোতাদের শোনা দরকার।

মার্গারেটঃ ইয়ে.... , তোমার বোন লিজাকে অংশ নিতে বলো। সে তোমার কথাগুলো শ্রোতাদের শোনাতে পারবে।

নিক্ঃ না, সে পারবে না। সে খুব-ই লাজুক, আর গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতাও তার নেই!

মার্গারেটঃ আমি আবারও দুঃখিত নিক্, এক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করতে পারলাম না!

নিক্ঃ ঠিক আছে, তুমিই বরং আমার কথাগুলো শোনো।

মার্গারেটঃ না নিক্। আমার হাতে আর সময় নেই.....

নিক্ঃ তা হলে পরে আবার ফোন করি, যখন তোমার অবসর? প্লী-ঈ-ঈ-জ!!!

মার্গারেটঃ (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে আমার অবসর নেই। ঠিক দু'সপ্তাহ পরের রোববার একদম সকাল সাতটায় ফোন ক'রে শুনিও তোমার কথা। ঠিক আছে?

নিক্ঃ (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মার্গি। তুমি খুব মিষ্টি! এখনকার মত বি-দা-য়- -

মার্গারেটঃ বিদায় নিক্।

[লাইনটা কেটে দিতে দিতে আপনমনে হাসলেন মার্গারেট, "ছেলেটা খুব ডেঁপো হলেও বেশ মজার।.... আয়্যাম থার্টি ইয়ারস্ ইয়াং! ম্-ম্-ম্--, আই নেভার থট্ ইন দ্যাট্ ওয়ে!!"]

(কল্পনার তুলিতে আঁকা জীবনের বাস্তব ছবি)

(ন) 'হিমায়িত কঠিন দুঃখ'

স্থানঃ হেলিজ্যাপাটা গ্রহ
সময়কালঃ পৃথিবীর সময়ানুসারে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত
পাত্রঃ স্বাস্থ্য বিভাগ প্রধান মিঃ আকিমাস কুলাব (ভিন গ্রহবাসী)
প্রথম পাত্রীঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষক মিসেস চার্মিয়া বাগ্নিওন (ভিন্ গ্রহবাসী)
দ্বিতীয় পাত্রীঃ মানব কিশোরী ক্লারা হার্ডিং (মার্কিন)

*[**পটভূমিঃ** মহাজাগতিক প্রাণীদের নিয়ে আমার এক গল্পের সূত্র ধরে....। 'সেক্লেম্যুরান' নামের কতিপয় গ্রহান্তরের আগন্তুক বেশ কয়েকজন বিপদাপন্ন মানব-সন্তানকে পৃথিবী থেকে উদ্ধার ক'রে তাদের নিজ গ্রহ হেলিজ্যাপাটায় নিয়ে গিয়েছিলো। কিশোর বয়সের এই ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হতো। এর মধ্যে 'ক্লারা হার্ডিং' নামের মাতৃহীনা মেয়েটিকে নিয়ে বেশ সমস্যা হচ্ছিলো। একদিন সকালে মানব-বসতিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে আসা মিসেস চার্মিয়া বাগ্নিওনের সাথে ক্লারার নিম্নোক্ত কথোপকথন হলো।]*

ক্লারাঃ আচ্ছা চার্মিয়া, আপনি এত ঘন ঘন আমাদের সবাইকে এভাবে বিরক্ত করতে আসেন কেন, বলুনতো?

চার্মিয়াঃ সে কি কথা! আমি আসি তোমাদের সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। আর এটাকে তুমি বল্ছো 'বিরক্ত করা'?

ক্লারাঃ এ সব ক'রে কি লাভ?

চার্মিয়াঃ এটা কোনো লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয় ক্লারা। তোমাদের সকলের কল্যাণসাধন-ই মূল উদ্দেশ্য। তাই আমাদের এত আয়োজন!

ক্লারাঃ এতই যদি কল্যাণ করতে চান, তা হলে আমার মাকে ফিরিয়ে আনুন তো!

চার্মিয়াঃ কেউ মারা গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না— এটা তো তুমি ভালো ক'রেই জানো ক্লারা।

ক্লারাঃ (উদাস কণ্ঠে) চার্মিয়া, আপনারা তো জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মানুষদের চাইতে অনেক এগিয়ে আছেন। অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছেন। আর মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় এখনও আবিষ্কার করতে পারলেন না?

চার্মিয়াঃ না সোনামণি। সেটা আবিষ্কার করা কখনো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বিষয়টা বেশ জটিল। সে যাক। অতো কথায় কাজ নেই। তুমি একটু এদিকে এসো তো। এই যে দ্যাখো, তোমাদের জন্য আরো একটা নতুন প্রযুক্তি বের ক'রে ফেলেছেন আমাদের বৈজ্ঞানিকরা!

ক্লারাঃ সেটা আবার কি?

চার্মিয়াঃ মানসিক অনুভূতি পরিমাপক যন্ত্র। এটা দিয়ে আমি তোমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে অবস্থিত আনন্দ, শোক, দুঃখ, ঘৃণা, ভয়, ভালোবাসা, ইত্যাদির পরিমাণ মাপতে পারি। (সামান্য বিরতির পর) বেশ চমৎকার একটা জিনিস না?

ক্লারাঃ শুনে তো তাই-ই মনে হচ্ছে। তা কিভাবে কাজ করে এটা?

চার্মিয়াঃ কিভাবে কাজ করে, তা বল্‌তে পারবো না। তবে এটার ব্যবহার আমি জানি। যেমন ধরো, এখন আমি তোমার দুঃখের পরিমাণ নির্ণয় করবো। কারো দুঃখকে নীল রং-এর তরল পদার্থের মত দেখায় এই যন্ত্রটার ভেতর। তরল পদার্থের উচ্চতাই বলে দিবে কতোটুকু দুঃখ রয়েছে তোমার মনে।

ক্লারাঃ একেবারে যন্ত্রের মধ্যেই তরল পদার্থ দেখা যায় নাকি?

চার্মিয়াঃ না, না। মনিটরিং স্ক্রীনে একটা সিলিন্ডার-আকৃতির পাত্রের ছবি ভেসে ওঠে। সেই পাত্রে তরল পদার্থটি দেখা যায়। তোমাকেও দেখাবো। .....বেশ মজার ব্যাপার না?

ক্লারাঃ কি জানি, হবে হয়তো!

[ক্লারার উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও মিসেস চার্মিয়া বাগ্নিওন তার মানসিক অনুভূতিগুলো একে একে পরিমাপ করলেন। এর মধ্যে মেয়েটার দুঃখের পরিমাণ-ই সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেল। নিশ্চিতভাবেই সেটা ছিলো ওর মাতৃশোকের কারণে। খুব-ই শোকাহত সে। পৃথিবীতে একমাত্র মা ছাড়া ওর আর কেউ ছিলো না কিনা! তার ওপর আবার তার মায়ের মৃত্যুটা ছিলো বেশ করুণ।

যা হোক, দিনে দিনে ক্রমশঃ ক্লারার দুঃখের পরিমাণ কমে এলো। তরল পদার্থ যেমন ধীরে ধীরে উবে যায়, ঠিক সে রকম একটা ব্যাপার আর কি! মেয়েটার বাইরের আচরণও স্বাভাবিক হোয়ে আসছিলো। দীর্ঘদিন পরে চার্মিয়া যখন ক্লারার ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিন্ত হোয়ে উঠছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একদিন এক বিশেষ ঘটনায় খুব ভড়্‌কে গেলেন এই অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী। আর সেদিন-ই তিনি সরাসরি দেখা করলেন স্বাস্থ্য বিভাগ প্রধান মিঃ আকিমাস কুলাবের সংগে। তাঁদের মধ্যে যে সংলাপ হলো, তা থেকেই জানা যাবে ঠিক কি ঘটেছিলো সেদিন।]

মিঃ কুলাবঃ তাহলে আপনি বল্‌ছেন যে, ক্লারা আকস্মিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া আর কথা-বার্তা বন্ধ ক'রে দিয়েছে?

চার্মিয়াঃ ঠিক তাই। তার গত কয়েকদিনের আচরণ থেকে কোনো ধরণের পূর্বাভাস-ই পাওয়া যায়নি যে, সে হঠাৎ এ-রকমটি ক'রে বসবে।

মিঃ কুলাবঃ .....অথচ আপনি বল্‌ছেন যে, মেয়েটার দুঃখের পরিমাণ খুব-ই নীচে নেমে এসেছে?

চার্মিয়াঃ হ্যাঁ, নেমে এসেছে।

মিঃ কুলাবঃ আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

চার্মিয়াঃ সেটাই তো বল্‌ছি। আপনি তো জানেন-ই যে, এই দুঃখের মূল হেতু হচ্ছে ওর মাতৃ-বিয়োগজনিত শোক।

মিঃ কুলাবঃ (গভীর চিন্তামগ্নভাবে) হুঁ.....আমার মনে হয়... মেয়েটি অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে এ-রকম অস্বাভাবিক আচরণ করছে— দুঃখের কারণে নয়।

চার্মিয়াঃ আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?

মিঃ কুলাবঃ (কুণ্ঠিতস্বরে) না, আমি ঠিক নিশ্চিত নই, অনুমান করছি মাত্র। ....ইয়ে,.... তার আগে আপনার সাথে অন্য একটা ব্যাপারে আলাপ সেরে নিই। ....আচ্ছা, আপনি কি জানেন যে, আজ সকালেই আমাদের হেলিজ্যাপাটা

গ্রহের কেন্দ্রীয় মেগা-কম্পিউটার 'মারুকাতা'-র যাবতীয় তথ্য আপ-ডেট্ করা হোয়েছে?

চার্মিয়াঃ জ্বীনা, আমি জানতাম না।

মিঃ কুলাবঃ যাই হোক, আপনি এখনি একটু কষ্ট ক'রে আপনার মস্তিষ্কের জন্য আবশ্যকীয় 'জ্ঞান ও তথ্য আহরণ' প্রক্রিয়াটি আপ-ডেট্ ক'রে নিন। পাশের ঘরেই তার ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে 'অনুভূতি পরিমাপক'-এর প্রোগ্রামটিও আপ-ডেট্ ক'রে নিন। ....আমার নিজের মস্তিষ্কের তথ্য অবশ্য এখনও আপ-ডেট্ করা হোয়ে ওঠেনি। যাক, পরে একসময় ক'রে নিবো।

চার্মিয়াঃ (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ কুলাবের দিকে তাকিয়ে থেকে) মিঃ কুলাব, আপনি কি আপ-ডেটের পর নতুন কিছু আশা করছেন ক্লারার ফলাফলে?

মিঃ কুলাবঃ ঠিক তা নয়। তবে কিছুই বলা যায় না। নতুন কিছু বের হোয়ে আসতেও পারে।

[মিসেস চার্মিয়া বাগ্নিওন পাশের ঘরে কাজ শেষ ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। তাঁকে কিছুটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো।]

মিঃ কুলাবঃ কিছু পেলেন কি?

চার্মিয়াঃ হ্যাঁ। আমি প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ইতিমধ্যেই চিহ্নিত ক'রে ফেলেছি। নতুন তথ্য হলোঃ ''শুধুমাত্র তরলাবস্থাতেই নয়, প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে— মনের দুঃখ হিমায়িত কঠিনাবস্থাতেও বিরাজ করিতে পারে।''

মিঃ কুলাবঃ আপনি কি মনে করেন যে, এখন আবার নতুন ক'রে ক্লারার অনুভূতি মাপার দরকার আছে?

চার্মিয়াঃ না, আমার তা মনে হয় না। আজ সকালেরটাসহ ওর সব ফলাফল-ই তো সেভ্ করাই আছে। আশা করছি, তাতেই কাজ হবে। তা ছাড়া 'অনুভূতি মাপক' প্রোগ্রামটিও এখন আপডেটেড্ হোয়ে গেছে।

[মিসেস চার্মিয়া বাগ্নিওন যেমনটি আশা করছিলেন, ঠিক তেমনটিই ফলাফল দেখতে পেলেন। 'দুঃখ'-এর আওতায় এখন একটার বদলে দু'টো ক'রে ফোল্ডার পাওয়া গেলঃ 'দুঃখ- তরল' ও 'দুঃখ- কঠিন'। সেভ্ করা সবগুলো ফলাফল একে একে পরীক্ষা ক'রে মিঃ কুলাব ও মিসেস বাগ্নিওন বিস্মিত হলেন। গভীর মমতার সাথে তাঁরা উভয়েই পর্যবেক্ষণ করলেন যে, তরল দুঃখের পাত্রটি দিন দিন আরও ফাঁকা হোয়ে এলেও কঠিন দুঃখের পাত্রটি আকাশী বর্ণের বরফের মত জমাট বাঁধা পদার্থে ক্রমশঃ কানায় কানায় ভরে উঠেছে! মিঃ আকিমাস কুলাব মুখ খুললেন ।]

মিঃ কুলাবঃ দেখেছেন চার্মিয়া, ক্লারার তরল দুঃখের এক বিন্দু পরিমাণও উবে যায়নি। সবটুকু দুঃখই ওর মস্তিষ্কের আরেকটি সন্নিহিত কুঠুরীতে বরফের মত হিমায়িত হোয়ে জমে রয়েছে!!!

[দুই মহাজাগতিক প্রাণীর কিম্ভূতকিমাকার মুখেই তৃপ্তির অনাবিল হাসি লেগে ছিলো। কেননা, বিলম্বে হলেও ক্লারার অস্বাভাবিক আচরণের যুক্তিসংগত কারণটি খুঁজে পাওয়া গেছে।]

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, ০২/০২/২০০৭,

ইমেইল # zkhondke@bigpond.net.au